বৈশাখ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

বৈশাখ মাস। বাংলা নববর্ষ। নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে। এ মাসে চলতে থাকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী মেলা, পার্বন, উৎসব, আদর আপ্যায়ন। পুরনো বছরের ব্যর্থতাগুলো ঝেড়ে ফেলে নতুন দিনের প্রত্যাশায় কৃষক ফিরে তাকায় দিগন্তের মাঠে। আসুন জেনে নেই বৈশাখে কৃষির করণীয় বিষয়গুলো :

- বোরো ধানে ব্লাস্ট আক্রমণ হতে পারে। আক্রান্ত জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে এবং ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি/ নাটিতো ৭৫ ডব্লিউজি ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে ব্লাস্ট রোগ ধমন করতে হবে।
- দেরিতে রোপন করা বোরো ধানের জমিতে চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- নাবি বোরো ধানের মোড় আসার সময় যাতে খরার জন্য পানির অভাব না হয় তাই আগে থেকেই সম্পূরক সেচের জন্য মাঠের এক কোণে মিনি পুকুর তৈরি করতে হবে।
- বোরো ধানের মোড় আসা শুরু হলে জমিতে পানির পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। ধানের দানা শক্ত হলে জমি থেকে পানি বের করে দিতে হবে।
- এ মাসে বোরো ধানে বাদামী গাছ ফড়িং, গান্ধি পোকা, লেদা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকার আক্রমণ হতে পারে। পোকা দমনের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করেত হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোকার আক্রমণ রোধ করতে হবে। এসব উপায়ে পোকার আক্রমণ প্রতিহত করা না গেলে শেষ উপায় হিসেবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে প্রয়োগ করতে হবে।
- এ মাসে শিলাবৃষ্টি হতে পারে, বোরো ধানের ৮০% পাকলে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলতে হবে।
- আউশ ধানের জমি তৈরি ও বীজ বপনের সময় এখন। বোনা আউশ উচু ও মাঝারি উচু জমি এবং রোপা আউশ বন্যামুক্ত আংশিক সেচনির্ভর মাঝারি উচু ও মাঝারি নিম্ন জমি আবাদের জন্য নির্বাচন করতে হবে। বোনা আউশের জাত হিসেবে বিআর২০, বিআর২১, বিআর২৪, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ও ব্রি ধান৮৩ এবং রোপা হিসাবে বিআর২০, বিআর২১, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২ ও ব্রি ধান৮৫, খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকাসহ পাহাড়ি এলাকার জমিতে বিনাধান-১৯ চাষ করতে পারেন।
- খরিফ মৌসুমে ভুট্টার বয়স ২০-২৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে হালকা সেচ দিয়ে জমিতে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং একই সাথে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
- ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত তোষা পাটের বীজ বপন করা যায়। তাই যথাসম্ভব দ্রুত বীজ বপন করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজির বীজ বপন বা চারা রোপণ শুরু করতে হবে।
- বসতবাড়ির বাগানে ডাঁটা, কলমিশাক, পুঁইশাক, করলা, ঢেঁড়শ, বেগুন, পটল চাষের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।
- মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দল, শশা, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়ার বীজ বুনে দিতে হবে।
- এ মাসে কুমড়া জাতীয় ফসলে মাছি পোকা দারুণভাবে ক্ষতি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কুমড়াজাতীয় ফসলের মাছিপোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ ব্যবহার করতে হবে। কুমড়া জাতীয় সব সবজিতে কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করতে চাইলে বারি টমেটো-৪, বারি টমেটো-৫, বারি টমেটো-৬, বারি টমেটো-১০, বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটো-৮, বিনাটমেটো-৩, বিনাটমেটো-৪ চাষ করতে পারেন।
- আমের মাছি পোকাসহ অন্যান্য পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। তাই পোকামাকড় দমনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- এ সময়ে প্রচন্ড তাপদাহ দেখা দিতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যেখানে সেচ সুবিধা নেই সেখানে শাক-সবজির ও ফলের বাগানে মালচিং দিয়ে মাটির রস সংরক্ষণ করুণ এবং পরবর্তীতে সেচ প্রদান করতে হবে।
- এ সময় কাঁঠালের নরম পঁচা রোগ দেখা দেয়। ফলে রোগ দেখা দেওয়ার আগেই ফলিকুর ০.০৫% হারে বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা রিডোমিল এম জেড-৭৫ প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- বৃষ্টি হয়ে গেলে পুরাতন বাঁশ ঝাড় পরিষ্কার করে মাটি ও কম্পোষ্ট সার দিতে হবে।
- নার্সারীতে চারা উৎপাদনের জন্য বনজ গাছের বীজ বপন করতে পারেন।
- এ মাসে সজিনার ডাল কেটে সরাসরি রোপণ করতে পারেন।

এছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।